জীবননগরে তৃতীয় দিনে ১৩০ জনের করোনার টিকা গ্রহণ

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে গণ-টিকাদান কর্মসূচি। তারই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় দিনের মত গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছিল উৎসব মুখোর পরিবেশ।

জীবননগরে স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক ও সে¦চ্ছাসেবকসহ উপজেলায় তৃতীয় দিনে ১৩০ জন টিকা গ্রহণ করেছে।

এ নিয়ে জীবননগর উপজেলায় ২০০ জন টিকা গ্রহণ করেছে। এদিকে টিকা নেওয়ার পর প্রত্যেক টিকা গ্রহীতাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে আধাঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আর এমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, গত দুই দিন আগে যাদের টিকা দেওয়া হয়েছে এখনও পর্যন্ত কারও কোন সমস্যা হয়নি আশা করি কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া প্রতিদিন বাড়ছে টিকা গ্রহণ কারীর সংখ্যা ।

জীবননগরে ইট ভাটায় দৃর্বৃত্তদের হামলা

জীবননগর পেয়ারাতলায় গভীর রাতে বিএনপি নেতার ভাই শাহাজানের ইট ভাটায় মুখোশধারী একদল দৃর্বৃত্ত হামলা করেছে। এ সময় দৃর্বৃত্তরা ইট ভাটার অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে ও অগ্নিসংযোগ করে একটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়াও ২টি ট্রাক্টর আংশিক খতিগ্রস্থ হয়েছে। গত সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পেয়ারাতলা মা-বাবা ইট ভাটায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

ইট ভাটা শ্রমিকরা জানায়, গত সোমবার রাত অনুমান সাড়ে ৮টার সময় একদল মুখোমধারী দৃর্বৃত্ত ভাটায় প্রবেশ করে তারা প্রথমে অফিস ও অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। পরে মোটরসাইকেল ও ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে একটি মোটরসাইকেল পুড়ে যায় এবং ২টি ট্রাক্টর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ভুক্তভোগী ইট ভাটা মালিক শাহাজাহান জানান, তার বড় ভাই কামরুজ্জামান আসন্ন জীবননগর পৌরসভা নির্বাচনের বিএনপির ধানের শীষের মনোনীত মেয়র প্রার্থী। শাজাহান কবীরের নির্বাচনে কাজ করায় দৃর্বৃত্তরা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এমন হামলা ও আগুন দিয়েছে।

এ বিষয়ে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পেয়ারতলায় অবস্থিত মা-বাবা ইট ভাটায় কেবা কারা হামলা ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ বিষয়ে ওই ভাটার মালিক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে ।

আলমডাঙ্গায় আইনশৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন -২০২১ উপলক্ষে প্রার্থীদের নিয়ে আইনশৃঙ্খলা ও আচারণ বিধিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হল রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রার্থীরা দাবি তোলেন কিছু স্থানে অপ্রতিকর ঘটনা বিহীন তেমন কোন ধরণের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়নি। তবে, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে একমত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার।

এ মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলির

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন,- চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পৌরসভা একটি শান্তিপূর্ণ জায়গা। আশা করি সকলের সার্বিক সহযোগিতায় একটি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবো।’ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষে আপনারা যারা প্রার্থী তাদের সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনাদের সহযোগিতা পেলে একটি সুষ্টু ও অবাধ নির্বাচন করতে সক্ষম হব। আপনারা কেউ নির্বাচনী আচরণ উপলক্ষে গুজব ছড়াবেন না।

তিনি আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, – আপনাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে। আপনারা দায়িত্ব সহকারে নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করবেন। নির্বাচন উপলক্ষে আপনারা কোন ধরণের বিভ্রান্তমূলক সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন। বিভ্রান্ত সংবাদের কারণে প্রশাসনিক ভাবে অনেকটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। তিনি বক্তব্যে বলেন, – আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৯ টি ওয়ার্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১৫ টি কেন্দ্রে ২৬ হাজার ১ শত ৩৯ জন ভোটাধিকারের মাধ্যমে ভোট প্রদান করবে। এ নির্বাচনে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরো বলেন,- আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে একাধিক পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। নির্বাচনের জন্য কঠোর অবস্থান নিবে পুলিশ। ইতোমধ্যে পুলিশের একাধিক টিম পৌর নির্বাচন মাঠে কাজ করছে। যদি কেউ নির্বাচনে অপ্রতিকর ঘটনা ঘটায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও জেলা প্রিজাইডিং অফিসার তারেক মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর সার্কেল জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা গোয়েন্দা এনএসআই এর ডিডি জিএম জামিল সিদ্দিক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস, আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমঙ্গীর কবির, আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হাসান কাদির গনু, বিএনপির মনোনীত

প্রার্থী আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দিন, স¦তন্ত্র প্রার্থী এম সবেদ আলি, আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাক আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার নীলমনিগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নীলমনিগঞ্জ বাজারে নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমানের নেতৃত্বে গতকাল মঙ্গলবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে ঔষধ আইন ১৯৪০ এর ১৮ ও ২৭ ধারায় মোস্তফা মেডিকেল হলকে ৫০০০/- টাকা এবং সাহা ফার্মেসিকে ২০০০/- জরিমানা করেন।

ডিলিং লাইসেন্স না থাকায় সাহা সাইকেলকে অত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬ এর ৫৩ ধারায় ১০০০/- টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক কে এম মুহসীনিন মাহবুব। সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল এতে সহযোগিতা করে। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে।

দামুড়হুদায় সেলাই মেশিন, স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স,

ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে সেলাই মেশিন, স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স, ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৯ ফেব্রুয়ারি) হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নিজাম উদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিলারা রহমান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ খোকনসহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে গরীব অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন তুলে দেন উপস্থিত অতিথি বৃন্দ। এ সময় স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স, ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন বাড়ির রাস্তা দখলের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা শহরের নির্মাণাধীন বাড়ির রাস্তা দখল করে বন্ধ করার অভিযোগ তুলে একযোগে ১৫টি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অভিযোগকারীরা লিখিত বক্তব্যে বলেন, অভিযুক্ত দখলকারী ফরিদপুরের মধুখালী থানার ওসি আমিনুল ইসলাম ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তিনি অন্যায়ভাবে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে পর্যায়ক্রমে পৌর পরিষদ, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা

প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কিছুতেই প্রতিকার মিলছে না। অভিযুক্ত ওসির পরিবার নানাভাবে হয়রানি করছে।

অভিযোগকারীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য জিয়াউল কবির।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগি ১৫ পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, রেনু খাতুন, নাজনীন নাহার, আখতার হোসেন, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মতিন, রিমা, মো. কামরুজ্জামান, শামীমা নাসরিন, মর্জিনা খাতুন, আকবর আলী, আসমা খাতুন, মহিদুল ইসলাম, আকরামুল হক, শায়লা শারমিন ও আব্দুস সবুর।

দর্শনায় ফেনসডিল ও প্রাইভেটকারসহ কথিত সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার সেনেরহুদা গ্রামের নামধারী সাংবাদিক জাহাঙ্গীর কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। দর্শনা পৌর এলাকার ফুড গোডাউনের নিকট মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ ফেনসডিল ও প্রাইভেটকারসহ সেনেরহুদা গ্রামের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু জাফরের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৩৬) কে রিপ্যাকিং ৩ বোতল ফেনসডিলসহ তার গ্রেফতার করে।

তার সঙ্গে থাকা দর্শনা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম দৌড়ে পালিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে পলাতক মামলা।

জানা গেছে, গত সোমবার দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবব্বুর রহমান কাজলের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই নিজাম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা ফুড গোডাউনের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান চালান।

এ সময় একটি প্রাইভেটকারের (ঢাকা মেট্রো গ -২০-১২-৪৬) গতিরোধ

করে পুলিশ। শাদা রঙের প্রাইভেট কার তল্লাশি করে ৩ বোতল ফেনসডিল উদ্ধার করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর তাকে ছাড়াতে পুলিশের নিকট নানা তদবির শুরু হলেও কোন কিছুতেই মন গলেনী পুলিশের। গেফতারকৃত জাহাঙ্গীর আলম বিভিন্ন জায়গায় দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকার ও রেজিস্ট্রেশনবিহীন অন লাইন পোর্টাল খুলে নিজেকে সম্পাদক বানিয়ে দাফিয়ে বেড়ায়।

নিজস্ব প্রাইভেটকারে ষ্টিকার লাগিয়ে অবৈধ কাজ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

দর্শনা থানার ওসি মাহাবব্বুর রহমান বলেন, মদকের সাথে কোন প্রকার আপোষহীন। এ ঘটনায় দর্শনা পুলিশের এস আই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে ২ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে মাদক আইনে মামলা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে শ্রমিক ছাটাই নিয়ে চলছে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, ম্যানেজমেন্ট কথা বলতে নারাজ

চলতি আখ মাড়াই মৌসুমে সেটাপ বহির্ভূত ৪২ জন দিন হাজিরার শ্রমিককে ছাটাই করে দিয়েছে মিল কতৃপক্ষ। চাকুরী ফিরে পেতে ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেছে।

ওপরদিকে দোষ এড়াতে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করছে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। এদিকে ৪২ জন শ্রমিক প্রত্যক কর্মসূচিতেই কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোটি টাকা অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ তুলছে।

এরই প্রতিবাদে গত শনিবার বিকালে দর্শনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলী ও

সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, অভিন্ন ভাষায় বলেন দষ্খিণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কেরুজ চিনিকল।

এলাকার বেকার ছেলেগুলো কাজের বিনিময়ে উপার্জন করুক এ রকম ভাবনা নিয়েই তাদের বিভিন্ন সেটাপে অস্থায়ীভাবে কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যেই আসুক তাকে বুঝিয়ে তাদেরকে টিকিয়ে রাখছি।

কিন্তু এবার মাড়াই মৌসুমে সারা বাংলাদেশে ১৫ টি চিনিকলের মধ্যে ৬ টি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেক মিলে ডেলি হাজিরার শ্রমিক ছাটায় করে দিচ্ছে। আমরা তাদেরকে চাকুরী ফেরত পাওয়ার জন্য দুই সংসদ সদ্যস্যর কাছে সুপারিশ করেছি।

শ্রমিক নেতারা আরও বলেন তাদের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এদিকে কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু সাইদ বলেন এ প্রতিষ্টানের জন্য যা যা করার দরকার তাই করতে হবে।

কিভাবে প্রতিষ্টান লাভে আসবে আমরা সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্চি। আমরা যাদেরকে বাদ দিয়েছি তারা আমাদের সেটাপের বাইরে আমাদের কাগজ কলমে তাদের কোন নাম নাই। এ প্রতিষ্টান টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজনে আরও কিছু দিন হাজিরার লোককে বাদ দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ৪ নং ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নির্বাচনী সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল ৭ ফেব্রুয়ারী রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার আনন্দধামে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন ।

এ সময় তিনি বলেন আপনারা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় বসবাস করেন,

আপনাদের নাগরিক সুবিধাসহ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে হবে। মনে রাখবেন প্রধান মন্ত্রীর আশির্বাদ পুষ্ট হয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিন তিন বার নির্বাচিত পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনুকে নৌকা প্রতীক তুলে দিয়েছেন।

তাই এই পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা করতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। তিনি জিতলে আলমডাঙ্গা পৌরসভা মেগা প্রকল্পে ঢুকবে। নৌকা জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতীক, নৌকা বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের প্রতীক, তাই আপনারা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারির পৌর নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে আলমডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের যাত্রাকে অব্যাহত রাখবেন।

পৌর মেয়র প্রার্থী হাসান কাদীর গনু বলেন, আপনারা জানেন আমি সম্প্রতি বিভিন্ন রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, গত বছরেই এই কাজ শেষ হয়ে যেত। কিন্ত বৈশ্বিক মহামারির কারণে কিছুটা পিছিয়ে গেছে, তার পরও কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও পানির লাইনের কাজ টেন্ডার হয়ে গেছে, ড্রেনের কাজ চলছে। আগামীতে নৌকাকে বিজয়ী করতে পারলে আমি এমপি ছেলুনকে সাথে নিয়ে নতুন মেগা প্রকল্পে ঢুকবো ইনশাল্লা। এর মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে মডেল পৌর সভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। সভায় সভাপতিত্ব করেন ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, প্রশান্ত অধিকারি, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আলাউদ্দিন হেলা, এ্যাড. শামসুজোহা, উপজেলা, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, আতিয়ার রহমান।
মোল্লা জাফরের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মৎসজীবী লীগের জেলা আহবায়ক শাহাবুল হক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা স্বপন, শিক্ষক বাবলু মন্ডল, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সিবাব, পাপ্পু, মাসুম, হাসেম, প্রমুখ।

এর পর আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়। এ ছাড়াও ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বন্ডবিল রেলগেটের

মোড়ে ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি শহিদুল হক মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, এ্যাডঃ বিল্লাল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আলাউদ্দিন হেলা, এ্যাড. শামসুজোহা,

উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মহিদুল ইসলাম মুহিত, হাজী ঠান্ডু রহমান, আবু ডালিম, শাহিন, আশরাফুল হক লুলু, আতিয়ার রহমান, আলম হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ৬ দোকানে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৬ দোকান মালিককে জরিমানা করেছেন। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ ১৯৫৬ আইনে ওই দোকানগুলোকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার পৌর শহরের কাঁচা বাজার এলাকায় কয়েকটি দোকানে অতিরিক্ত পণ্য মজুদ রাখার ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়েছে।

অভিযানে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ ১৯৫৬ আইনে মানিক স্টোরে ৫ হাজার টাকা, আব্দুল্লাহকে ৪ হাজার, অমল অধিকারীকে ৪ হাজার টাকা, মীর শফিকুল ইসলামকে ২ হাজার, জহুরুল ইসলামকে ২ হাজার, সেন্টু মিয়াকে ১ হাজার টাকা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’র ৩৮ ধারায় কাশেম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রটের দ্বায়িত্ব পালন করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসআই সিদ্ধার্থসহ একদল পুলিশ ফোর্স।